অধ্যাপক ললিতকুমার

"একে একে নিভিছে দেউটি"—বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশ হইতে আর একটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া গেল! আমাদের দীর্ঘকালের সাহিত্য সুহৃদ্, হিতকামী অন্তরঙ্গ বন্ধু ভাষা-জননীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক সুপ্রসিদ্ধ পরিহাস-রসিক, জনপ্রিয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় অকস্মাৎ তাঁহার চিরপ্রিয় সাহিত্য-সেবা ত্যাগ করিয়া, প্রিয়তমা সহ-ধর্ম্মিণীর অনুগামী হইলেন—লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন! ভাষা জননীর সুপুত্রবিয়োগজনিত, ব্যাথা-বিষণ্ণ আসনে আর একটি দুরপনেয় বিষাদরেখা ফুটিয়া উঠিল। বাঙ্গালী ছাত্রসমাজ ও পাঠক-বর্গের সহিত আমরাও তাঁহাকে হারাইয়া গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি।

বাঙ্গালার এমনই শোচনীয় অবস্থা দঁড়াইয়াছে যে, যাহা যাইতেছে, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার মত আর কেহ, আর কিছু আসিতেছে না। রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য—সমল ক্ষেত্রেই আজ এই সত্য স্বপ্রকাশ। মধুর হাস্যরস রচনায় সিদ্ধসাধক ললিতকুমার চলিয়া গেলেন, তাঁহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার মত মেধাবী কোনও বাঙ্গালীকে আজ ত আর সারা বাঙ্গালায় দেখা যাইতেছে না।

রস-সাহিত্যিক ললিতকুমার কঠোর, সুতীব্র শোকের শেলাঘাতে ছিন্ন, দীর্ণ হৃদয় লইয়াও দীর্ঘকাল ধরিয়া কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছিলেন মূহূর্ত্তের জন্যও তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। কৃতী পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুজ্জ্বলরত্নস্বরূপ সন্তানকে অকালে হারাইয়া, তাহার বিয়োগজনিত বেদনায় তাঁহার অফুরন্ত হাস্যরসের উৎস ইদানীং কিছু শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, কৈশোরে লব্ধ সহধর্ম্মিণীকে বার্দ্ধক্যের সীমারেখায় বিসর্জ্জন দিয়া উৎসের উদ্দীপনাশক্তি মন্দীভূত হইয়া

পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি প্রাক্তনলব্ধ তাঁহার অনাবিল হাস্যরস-শক্তি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই। জীবন সায়াহ্নেও তাঁহার বন্ধুজন আলাপ-আলোচনার অবকাশে সেই চিরন্তন রসমাধুর্য্য উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেন। বাঙ্গালায় আর কখনও এমন সাহিত্যিক রসজ্ঞের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে কি না জানি না।

প্রথম যৌবনেই ললিতকুমার বিদ্বজ্জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই ভাষা জননীর সেবায় তিনি কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' যখন শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্ররূপে বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সমাদৃত, তখন অধ্যাপক ললিতকুমারের রচিত "গরুর গাড়ী" প্রমুখ সরল রচনাগুলি রসিক পাঠক সমাজকে বিমুখ ও পুলকিত করিয়াছিল। সামান্য বিষয় বস্তু অবলম্বনে নির্ম্মল আনন্দের দ্যোতক, রসমাধুর্য্যপূর্ণ এমন প্রবন্ধ রচনা করা যে প্রভুত শক্তি ও সাধনার পরিচায়ক, সে যুগে রসজ্ঞ পাঠমাত্রেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর হইতেই তাঁহার অধ্যাপনাশক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় ছাত্র-সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছিল—এ কার্য্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সাহিত্যসংক্রান্ত অধ্যাপনায় তাঁহার প্রতিযোগী বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিল না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিকট হইতে যাহারা সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিত, তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইত, অনেক নূতন কথা তাহারা জানিতে পারিত। তিনি স্বয়ং আজীবন নিষ্ঠাবান্ ছাত্র ছিলেন। জীবন-সায়াহ্নেও তিনি প্রত্যেক প্রবন্ধ, প্রত্যেক গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের ন্যায় মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়ন করিতেন—শুধু পাঠ করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইতেন না, নিপুণ সমালোচকের তীক্ষ্ণ ও উদার দৃষ্টির দ্বারা তিনি অধীত বিষয়ের

আলোচনা করিতেন। এই শক্তির পরিচয় তাঁহার রচিত প্রত্যেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

বাঙ্গালীর বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দপূর্ণ জীবনে যে সকল রসিক সাহিত্যিক অনাবিল আনন্দ ও হাস্যরসধারার ফোয়ারা—উচ্ছ্বসিত উৎসের প্রবাহধারা বহাইয়া দিয়াছেন, ললিতকুমার তাঁহাদের কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না। তাঁহার রচিত "ফোয়ারা," "ককারের অহঙ্কার" "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" "বানান-সমস্যা" "অনুপ্রাস" "রসকরা" প্রভৃতি পাঠ করিলে পাঠকের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের প্রস্রবণ সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেই।

দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সাহিত্যের অধ্যাপনা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ভাষা জননী তাঁহার এই ভক্ত পূজারীর অর্ঘসম্ভার উপহার পাইয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ললিতকুমার প্রতীচ্য সাহিত্যের কুঞ্জকাননে পরিভ্রমণ করিয়া যেমন অজস্র রত্নরাজির সন্ধান পাইয়াছিলেন, ভারতীয় সাহিত্যের তপোবনে তপস্যা করিয়াও তেমনই নানাদিব্য কুসুমরাজির অমলিন, মধুর পুষ্পসার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতীচ্য শিক্ষা দীক্ষার মোহ তাঁহার ভারতীয় মনকে—বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তিনি কায়মনোবাক্যে বাঙ্গালী ছিলেন, হিন্দু ছিলেন। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এই বাঙ্গালী অধ্যাপক, বঙ্গ-ভাষার এই পূজারী বাঙ্গালার ভাবধারার নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন। শুধু ভক্ত ছিলেন বলিলেই কথাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে—ললিতকুমার এই ভাবধারায় অবগাহন করিয়া স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইতেন এবং তাহার স্নিগ্ধ, পবিত্র প্রভাবের কথা বাক্য ও ভাষায় প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল; শাস্ত্র ও সাহিত্যের সীমাহীন সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এমন পবিত্র

ধর্ম্ম আর নাই। তাই যখনই অবকাশ পাইতেন, পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া ত্রিতাপের জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিতেন। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," এই শাস্ত্রবাক্যটি তিনি আপনার জীবনে সফল করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জীবনের অপরাহ্ণকালেও সস্ত্রীক ৺কেদার-বদরী দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। বিলাতী ভাবে অনুপ্রাণিত পর্য্যটকের মত নহে—খাঁটি হিন্দু, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ন্যায় তীর্থস্থলে গমন করিয়াছিলেন।

ললিতকুমারের অধ্যাপনাখ্যাতি যেমন সমগ্র বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার সাহিত্যজ্ঞান ও অপূর্ব্ব সমালোচনার খ্যাতিও বাঙ্গালী পাঠকসমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ললিতকুমারকে "বিদ্যারত্ন" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই উপাধি ললিতকুমারের আশ্রয়ে অবশ্যই ধন্য হইয়াছিল।

গুরু অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ললিতকুমার ভাষা-জননীর চরণপ্রান্তে অজস্র রত্ন উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্কিমসাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি "সখা," "ননদভাজ," "কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব," "কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা" প্রভৃতি পাঠক সমাজের জন্য আহরণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং কত অপূর্ব্ব তত্ত্বের পরিচয় তিনি বঙ্কিম-সাহিত্য হইতে পাইয়াছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে তাহার সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সাহারা" "ছড়া ও গল্প," "পাগলা ঝোরা," "আহ্লাদে আটখানা," "কাব্য-সুধা," "সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা," প্রভৃতি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা ললিতবাবুর প্রভূত গবেষণাশক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া

চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে অপূর্ব্ব সম্পদ্।

শেষ জীবনে তিনি "ভজন-সাধন" ও "৺কেদারবদরী" রচনা করিয়া গিয়াছেন। "মাসিক বসুমতী" তাঁহার রচনাসম্ভারে দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধসমূহে তাঁহার চিরন্তন হাস্যরসের অভিব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

ললিতকুমার পত্নীবিয়োগের পর হইতে হৃদয়ে যে গভীর বেদনা পাইয়াছিলেন, হাস্যমুখে সে শোক সংবরণ করিয়া প্রকাশ্যে অবিচলিতভাব প্রকাশ করিলেও তাঁহার অন্তরপ্রদেশে তাহার প্রভাব দিন দিনই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পুত্রশোকের চিতানল, সহধর্ম্মিণীবিয়োগে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সাধ্বী পত্নী বিয়োগের কয়মাস পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গতকল্য সকাল ৭টার সময় তিনি সকলপ্রকার বন্ধনের মায়া অতিক্রম করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

তাঁহার বিয়োগব্যথায় শোক করিবার জন্য সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র পুত্র সলিলকুমার ও সুধাবালা রহিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও আজ শোকোদ্বেলহৃদয়ে তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিবে। আর বাঙ্গালার পাঠকসমাজ এই চিন্তাশীল সমালোচক, পরিহাসরসিক সাহিত্যিকের অভাব অনুভব করিয়া অবশ্যই বিষণ্ণ হইবেন—তাঁহার বিরাট ছাত্রসমাজ দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের বিয়োগে অশ্রুমার্জ্জনা করিবে। অধ্যাপক ও সাহিত্যিক হিসাবে বাঙ্গালাদেশ যাঁহাকে হারাইল, সে স্থান পূর্ণ করিবার কেহ রহিল না।

—বসুমতী, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।